সমীক্ষণ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

নভেম্বর, ২০২১

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

"To understand an age or a nation
we must understand its philosophy,
and to understand its philosophy
we must ourselves be,
in some degree, philosophers".

- Bertrand Russell

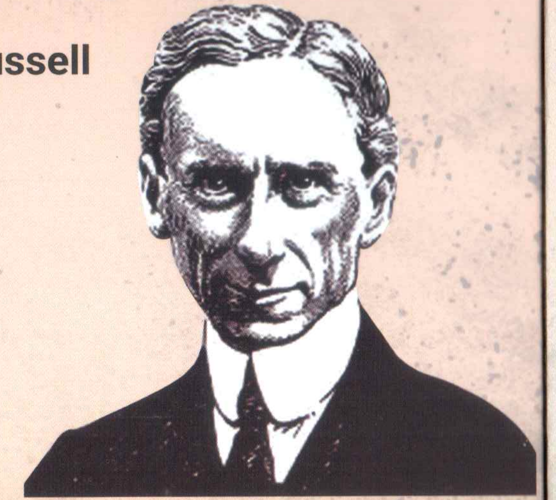

সমীক্ষণ

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মুখপত্র

৫ম সংখ্যা
নভেম্বর, ২০২১
অগ্রহায়ণ, ১৪২৮

সম্পাদক
মোঃ মেফতাহুল ইসলাম পান্থ

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যোগাযোগের ঠিকানা
চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: chairphilosophy@du.ac.bd

রিভিউ

ড. হারুন রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মো. নূরুজ্জামান
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব আহম্মদ উল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচ্ছদ
মোঃ মেফতাহুল ইসলাম পান্থ

মুদ্রণ
সামিয়া কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং প্রেস
২৭৭ বাকুশাহ্ মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল: +৮৮ ০১৮৮২৫৩৭৯০৯

প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০২১ (প্রথম সংস্করণ)
© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত ও তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লেখকদের, সম্পাদনা পরিষদ কিংবা প্রকাশকের নয়।

শুভেচ্ছা মূল্য: ৮০.০০ টাকা
US$ 1.00

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক

ড. হারুন রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. এম মতিউর রহমান
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মো. নূরুজ্জামান
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব আহম্মদ উল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব রিফাত-ই-রুবাইয়া
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

মোঃ মেফতাহুল ইসলাম পান্থ (১০তম ব্যাচ)

সদস্য

শায়লা ইসলাম নীপা (১১তম ব্যাচ)

নাঈমা সুলতানা (১১তম ব্যাচ)

রাকিব হাসান (১১তম ব্যাচ)

নায়ীমা বুশরা (১২তম ব্যাচ)

নওশিন নাহার অথি (১৩তম ব্যাচ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আবদুল মতীন
(২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ - ১৬ জুলাই ২০২১)

রোকেয়া চেয়ার অধ্যাপক ড. হাসনা বেগম
(২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ - ০১ ডিসেম্বর ২০২০)

ইউজিসি অধ্যাপক ড. গালিব আহসান খান
(০৬ নভেম্বর ১৯৪৯ - ০৮ এপ্রিল ২০২১)

"অব্যক্ত-অস্পষ্ট থেকে গেল
দার্শনিক সব বোঝাপড়া
সৃষ্টি হলো এক বিশাল শূন্যতা"

সূচিপত্র

Philosophical and Scientific Conceptions of Space and Time ১
Haroon Rashid

একুশ শতকের বিজ্ঞানের দর্শনের গতি-প্রকৃতি ১৫
মো. নূরুজ্জামান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় ভাবনা ২৬
সজীব কুমার বসু

Response against Ryle's Myth of Volition ২৯
Md. Ezazul Karim

দ্বান্দ্বিকতার ধারণা: প্রাচীন গ্রিক দর্শনের আলোকে ৩৬
হামিদুর রহমান

An Outline of Marxist Philosophy ৪৪
Md. Khairul Islam

পূর্বসূরিদের প্রভাব এবং কূটাভাসের উদ্ভব ৫৬
আশেক মাহমুদ

Philosophy, Religion and Morality ৬০
Abu Salem

নারী অধিকার ৬৪
মোঃ আবদুল কাইয়ুম অভি

Marxist Theory of Social Change: A Scientific Interpretation ৬৯
Taslima Akter

প্রকৃতি ও পরিবেশ: বাস্তুসংস্থানের সমস্যা ৮৪
মো: জাকারিয়া

Dialectic in Western Philosophy ৯০
Mostak Ahmed

জি.সি. দেবের মানবতাবাদী দর্শন ৯৩
সায়মা সাদিয়া মুনা

ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রদর্শনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৯৬
রাকিব হাসান

এরিস্টটলের দৃষ্টিতে "বন্ধুত্ব" ১০২
শায়লা ইসলাম নীপা

দর্শনের মূল্য ১০৬
নাইমা সুলতানা

আদর্শ রাষ্ট্রে প্লেটোর সাহিত্য ভাবনা ১০৯
মো: খাইরুল ইসলাম ভূঁইয়া

Positivist School of Thought in Brazil ১১২
Md. Meftahul Islam Pantho

দ্বান্দ্বিকতার ধারণা: প্রাচীন গ্রিক দর্শনের আলোকে

হামিদুর রহমান*

দর্শন জীবন ও জগতের মৌলিক সমস্যাগুলোকে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। আর আমরা দর্শনের যে বিষয়গুলো অধ্যয়ন ও গবেষণা করছি তা রাতারাতি আমাদের কাছে এসে পৌছায়নি। দর্শনের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। যুগবিভাগে দর্শনের ইতিহাসকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ ও সমকালীন যুগ। দার্শনিকদের আলোচনার বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করেই মূলত এই যুগবিভাগ।

প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ মূলত জগতকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো কোনো দার্শনিক জীবনকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোকেও তাঁদের আলোচনায় স্থান দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাচীন যুগের দার্শনিকদের জড়বাদী মনোভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, মধ্যযুগের দার্শনিকদের মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এ যুগে পোপতন্ত্র বিস্তার লাভ করে এবং সবকিছুর ওপরই প্রভাবশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য থেকে এ যুগের দর্শন দূরে সরে যায়। যুক্তিবাদী মনোভাব থেকে এ যুগের দর্শন অনেকটাই বিচ্যুত হয়।

আধুনিক যুগ দর্শনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। এ যুগের দার্শনিকদের মধ্যে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা আলোচনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানমনস্কতা এ যুগের দার্শনিকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সমকালীন যুগে দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। এ যুগে দর্শন ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের প্রতি যেমন গুরুত্ব আরোপ করেছে ঠিক তেমনিভাবে গুরুত্ব দিয়েছে ভাষা ও বিশ্লেষণী দর্শনের ওপর। এ যুগে বিজ্ঞানের প্রতি দার্শনিকদের অধিকতর ঝোঁক হেতু অনেক দার্শনিক দর্শনকে বিজ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে যেমন চেষ্টা করেছেন তেমনি অনেকের মধ্যে আবার দর্শন এবং বিজ্ঞানকে এক করে ফেলার প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে।

দর্শনের ইতিহাসের যুগবিভাগ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে বিভিন্ন যুগের দার্শনিকদের আলোচনার ধরন, পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেক

* প্রাক্তন শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে মালয়েশিয়াতে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত)।

যুগের দার্শনিক এবং দর্শনের রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, দার্শনিকদের চিন্তায় মূলত তার সময়ের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। এ কারণেই কার্ল মার্কস বলেছেন, দার্শনিকেরা ভুঁইফোড়ের মতো গজায় না; তারা তাদের কালের, তাদের জাতির উৎপাদন, সেই কালের, জাতির অতিসূক্ষ্ম মূল্যবান ইন্দ্রিয়ের অগোচর অঙ্গ-রস প্রবাহিত হয় দর্শনের ভাবধারণায়। যা শ্রমিকদের হাত দিয়ে রেলপথ নির্মাণ করার সেই একই কর্মশক্তি বিভিন্ন দার্শনিক তন্ত্র গড়ে তোলে দার্শনিকদের মস্তিষ্কে। দর্শনের অস্তিত্ব জগতের বাইরে নয়, যেমন মস্তিষ্কটা পাকস্থলীর মধ্যে অবস্থিত নয় বলে সেটার অস্তিত্বও মানুষের বাইরে নয়।

দর্শনের শুরু থেকে আজ অবধি বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। দর্শনের ইতিহাসের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দর্শনের প্রাচীন যুগ থেকেই একটি পদ্ধতি বিভিন্ন দার্শনিকের আলোচনায় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে স্থান করে নিয়েছে। দার্শনিকদের চিন্তায় যা আজও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। দার্শনিকদের ব্যবহৃত এই পদ্ধতিটি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। মূলত সবকিছুর উন্নতিতে রয়েছে এই দ্বন্দ্বের ভূমিকা। পুরাতন কোনো কিছুকে ধ্বংস করে নতুন কিছু সৃষ্টিতেও রয়েছে দ্বন্দ্বেরই অবদান। তাই মানবজীবনে দ্বন্দ্ব এক ধ্রুব সত্য হিসেবে স্বীকৃত। এই ধ্রুব সত্যকেই প্রাতিষ্ঠানিক এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতিগত রূপ দিয়েছেন বিভিন্ন যুগের দার্শনিকগণ। মার্কসীয় দর্শনের বিশ্লেষকদের মতে, সমাজে যখন থেকে শ্রেণিবিভাগ দেখা দেয়, অর্থাৎ যখনই মানুষে বৈষম্য শুরু হয়, তখন থেকেই দর্শনের উৎপত্তি এবং ঠিক তখন থেকেই দর্শনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত। শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে যে কোনো ধরনের সমাজ সচেতনতাই সামাজিক শ্রেণি দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করে। সমাজসচেতনতার একটি দিক হিসেবে দর্শনের মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব বিরাজমান। দ্বন্দ্ব বা দ্বান্দ্বিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Dialectics, শব্দটি গ্রিক Dialogue থেকে উদ্ভূত। গ্রিক দর্শনে ডায়ালগ শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমাধান সন্ধানের পদ্ধতিকে গ্রিক দার্শনিকেরা ডায়লগ বলতেন। প্রশ্ন, উত্তর বা পাল্টা প্রশ্নের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের অবস্থান বিরাজমান। এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছার প্রক্রিয়ায় একটা গতির আভাসও বিদ্যমান। বস্তুত: দ্বন্দ্ব, গতি, পরিবর্তন, এ কথাগুলো পরস্পরের ইঙ্গিতসূচক । যেখানে দ্বন্দ্ব আছে সেখানে গতিও আছে।

দার্শনিকদের অনেকেই জীবন ও জগত সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব তথা গতি ও পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেছেন। দর্শনে সাধারণত দুই ধরনের দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়: নঞর্থক দ্বান্দ্বিকতা (Negative Dialectic) এবং সদর্থক দ্বান্দ্বিকতা (Positive Dialectic)

নঞর্থক দ্বান্দ্বিকতা (Negative Dialectic)

নঞর্থক দ্বান্দ্বিকতা দর্শনের সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অবলম্বন করে কোনো মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে কোনো মত দিয়ে উক্ত মতের অন্তর্বিরোধ দেখিয়ে মতটিকে অসত্য প্রমাণ করা হয়। এ সম্পর্কে ড. আবদুল মতীন বলেন, Negative dialectic, in its general form, is a method of examining concepts and principles in order to clarify their meaning and assess their strength and weakness. But it may have a more definite purpose of refuting a doctrine through a critical analysis and is therefore called analytic or destructive. Its purpose is more to negate than posit something. It is therefore negative. But in negating something its opposite is automatically posited. Hence, in a way, the method is positive as well.

নঞর্থক দ্বান্দ্বিকতার আরও দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যথা:

* বিরোধী সিদ্ধান্তের সমস্যা (Antinomy)
* সক্রেটীয় পদ্ধতি (Socratic Method)

বিরোধী সিদ্ধান্তের সমস্যা (Antinomy)

একই যুক্তি থেকে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের উদ্ভব হয়ে বিরোধী সিদ্ধান্তের সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে ড. আব্দুল মতীন বলেন, “By an antinomy we understand the mutual contradiction of two principles or inferences resting on premises of equal validity. As an argument, an antinomy is a proof that, since two contradictory propositions equally follow from a given assumption, that assumption must be false.”

সক্রেটীয় পদ্ধতি (Socratic Method)

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর সমসাময়িক সোফিস্টসহ অন্য দার্শনিকদের মতবাদ খণ্ডনে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এ পদ্ধতিতে তিনি কোনো মতের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো

মত দিয়ে, ক্রমাগত প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে উক্ত মতের মধ্যে সুপ্ত অন্তর্বিরোধ দেখিয়ে মতটিকে অসত্য প্রমাণ করতেন। তাঁর অনুসৃত এই পদ্ধতি দর্শনের ইতিহাসে সক্রেটীয় পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

সদর্থক দ্বান্দ্বিকতা (Positive Dialectic)

সদর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণার দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়। এই সমন্বয়ে মাধ্যমে যে নতুন বিষয়টি পাওয়া যায় সেটি আবার নতুন একটি দ্বন্দ্ব হিসাবে পরিগণিত হয় এবং পুনরায় নতুনভাবে স্ববিরোধিতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

এ পদ্ধতিতে সাধারণত তিনটি ধাপ থাকে, শুরুতেই থাকে এমন একটি বিমূর্ত ধারণা যাকে বলা হয় নয় (thesis)। এই ধারণা থেকে সৃষ্টি হয় এমন এক স্ববিরোধের যাকে বলা হয় প্রতিনয় (anti-thesis)। এ দুটি ধারণায় সমন্বয় ঘটে এক উচ্চতর তৃতীয় ধারণায়, যাকে বলা হয় সমন্বয় (synthesis)। যেমন, পারমেনাইডিস বলেছিলেন, সত্তা স্থায়ী (নয়/thesis); হিরাক্লিটাস বলেছিলেন, সত্তা পরিবর্তনশীল (প্রতিনয়/anti-thesis); এবং পরমাণুবাদীরা বলেছিলেন, সত্তা সম্পূর্ণ স্থায়ীও নয় আবার পরিবর্তনশীলও নয় (সমন্বয় /synthesis)। নয় ও প্রতিনয়ের সমন্বয় হিসেবে যে নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটে সেই ধারণা থেকে আবার শুরু হয় নতুন সমস্যা ও নতুন বিরোধের। এই বিরোধের আবার সমন্বয় ঘটে এর চেয়েও উচ্চতর এবং নতুন ধারণায়।

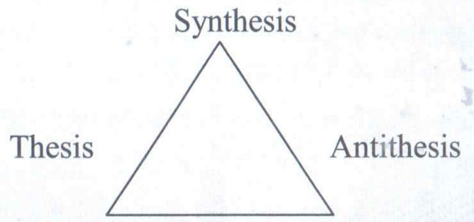

ড. আব্দুল মতীন বলেন, “Positive dialectic unlike negative counterpart, is a method of reconciliation. It consists in the gradual development of thought at a reconciliation of contradictions”.

এনাক্সিম্যান্ডারের দর্শনে দ্বান্দ্বিকতা

পাশ্চাত্য দর্শনের জনক গ্রিক দার্শনিক থেলিস পরবর্তী জড়বাদী দর্শনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রকে যারা বিস্তৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এনাক্সিম্যান্ডার (খ্রিস্টপূর্ব ৬১০-৫৪৬/৪৫)। এনাক্সিম্যান্ডারের দর্শনে জড়বাদী বৈশিষ্ট্য যেমন ফুটে ওঠে, ঠিক

তেমনিভাবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর 'দ্বন্দ্বমূলক' দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টত ধরা পড়ে। এনাক্সিম্যান্ডার মনে করতেন, 'আপেয়রন' ('apeiron') বা অসীমতা থেকেই বিশ্বের শুরু। এই আপেয়রন ধ্বংসশীল নয়, কারণ এগুলোর প্রকৃতি হলো অসৃষ্ট। এ সম্পর্কে অ্যালফ্রেড ওয়েবার বলেছেন, the apeiron is indestructible, because it is uncreated. ফ্রাঙ্ক থিলি 'আপেয়রন' ('apeiron') বা অসীমতাকে 'বাউন্ডলেস' '(Boundless)'বলেছেন। তাঁর ভাষায়, '...the Boundless or Infinite, conceived as an eternal, imperishable substance out of which all things are made and to which all things return'.

এনাক্সিম্যান্ডারের মতে, মূল শক্তি মূলত তাপ এবং শৈত্যের সম্মেলন। তিনি মনে করেন আদি অগ্নি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র। তাঁর মতে 'আদিতে বিশ্ব কেবল বাস্পময় ছিল। সমুদ্র বাস্পেরই সৃষ্টি । আদি বাস্পের অবশিষ্ট অংশই বাতাস এবং শুষ্ক পৃথিবীর রূপ গ্রহণ করেছে। এভাবে পৃথিবীর যা কিছু সৃষ্টি আকাশ, বাতাস, সমুদ্র, ভূখণ্ড সবই আদি শক্তি তাপ এবং শৈত্যের চিরন্তন সংঘর্ষ এবং বিচ্ছুরণের ফল। এনাক্সিম্যান্ডারের আলোচনায় তাপ, শৈত্য প্রভৃতির বিরুদ্ধতা, সংঘর্ষ, পৃথক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়। অ্যালফ্রেড ওয়েবার এ সম্পর্কে তাঁর *History of Philosophy* গ্রন্থে বলেছেন "The first opposition is that between the warm and dry, on the one hand, and the cold and moist, on the other hand; the former occurring in the earth". এ সম্পর্কে ফ্রাঙ্ক থিলি তাঁর A *History of Philosophy* গ্রন্থে বলেছেন, "first the hot and then the cold, the hot surrounding the cold as a sphere of flame".

এনাক্সিম্যান্ডারের মতানুসারে, 'আদি শক্তি তাপ এবং শৈত্যের প্রতিক্রিয়া তথা সংঘর্ষকে স্বীকার করে নিলে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র কোনো কিছুর সঠিক ব্যাখ্যা পেতে আমাদের অসুবিধা হবে না। মূলত এনাক্সিম্যান্ডার তাঁর দর্শনে যে 'apeiron' উল্লেখ করেছেন তার মূলে এক অনন্ত গতি বিদ্যমান । এ সম্পর্কে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, "The was an eternal motion, in the course of which was brought about the origin of the world."

এনাক্সিম্যান্ডারের চিন্তায় দুটি বিষয় খুবই গুরুত্ব পেয়েছে, তা হলো তাপ এবং শৈত্য। আমরা জানি তাপ এবং শৈত্য বিপরীত এবং বিরোধী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি বিষয়। আর এই দুই বিপরীতধর্মী বিষয়ের সংঘর্ষ, সমন্বয় তথা ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার কথা বলে

তিনি তাঁর দর্শনে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। তবে একথা সত্য যে তিনি কখনও এই পদ্ধতি প্রয়োগের দাবী উথাপন করেননি।

প্রাণীর উৎপত্তি সম্পর্কিত এনাক্সিম্যান্ডারের আলোচনা থেকে তাঁকে একজন বিবর্তনবাদী চিন্তার অধিকারী বলে মনে করা হয়। অ্যালফ্রেড ওয়েবার প্রাণীর উৎপত্তি সম্পর্কিত এনাক্সিম্যান্ডারের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন এভাবে- 'The first animals were produced in the water, and from them the more advanced species gradually arose. Man sprang from the fish. এ সম্পর্কে ফ্রাঙ্ক থিলি তাঁর *A History of Philosophy* গ্রন্থে বলেছেন, "The first living beings arose out of the moist element. In the course of time, some of these creatures came out of the water upon the drier parts of the land, and adapted themselves to their new surroundings". এনাক্সিম্যান্ডারের মতে অন্য প্রাণীর মতো মানুষও শুরুতে মাছ ছিল। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় মানুষসহ অন্য প্রাণী এই পর্যায়ে এসেছে তার কোনো ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায় না।

কিন্তু এনাক্সিম্যান্ডার যখন গুরুত্বের সাথে তাপ ও শৈত্যের মতো দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বিরোধী বিষয়ের সংঘর্ষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলে, যখন তিনি বিচ্ছিন্নতার (separation) কথা বলেন তখন তাঁর দর্শন যে 'দ্বান্দ্বিক' চরিত্রে বিশিষ্ট তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেননা পরস্পরবিরোধী বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব না থাকলে 'বিচ্ছিন্নতার' প্রশ্ন না আসাটাই স্বাভাবিক। কাজেই তাঁর দর্শনে বিচ্ছিন্নতা (separation) পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অ্যালফ্রেড ওয়েবার এর বক্তব্য থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওয়েবার এর মতে এনাক্সিম্যান্ডার মনে করতেন, "Everything that exist owes its being to the first principle, and arises from it by separation".

এনাক্সিম্যান্ডার আরও মনে করতেন যে নতুন কোনো কিছুর সৃষ্টির জন্য তাকে আবার মূল বা আদিতে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু কীভাবে ফিরবে তার কোনো ব্যাখ্যা কিংবা পদ্ধতির কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। কোনো কিছুর আদিতে ফিরে যেতে হলে তাকে ধ্বংস হতে হয় নতুবা যে প্রক্রিয়ায় এই পর্যায়ে এসেছে তার বিপরীত কোনো প্রক্রিয়া সেখানে কার্যকর থাকতে হয় অর্থাৎ দ্বন্দ্ব অথবা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না থাকলে এই বক্তব্যের কোন তাৎপর্য থাকে না। এ সম্পর্কে ফ্রাঙ্ক থিলি বলেছেন, "an eternal cyclical recurrence of the process of separation from and return to the primordial substance".

যখন বলা হয় যে, বিশ্বসত্তা তথা 'apeiron' এর মূলে এক অনন্ত গতি বিদ্যমান তখন মূলত দ্বন্দ্বের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়। কেননা দ্বন্দ্ব, পরিবর্তন, গতি, স্থানান্তর, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি কথাগুলো পরস্পর ইঙ্গিতসূচক। এমনকি যেখানে দ্বন্দ্ব আছে সেখানে পরিবর্তন ও গতি আছে। এনাক্সিম্যান্ডারের দর্শনে স্পষ্টত পরিবর্তনের (change) কথাও বলা হয়েছে। ওয়েবারের এর ভাষায় এনাক্সিম্যান্ডার মনে করতেন, 'Individuals and species constantly change.' এই বক্তব্য থেকেই সহজেই অনুমান করা যায় এনাক্সিম্যান্ডার তাঁর দর্শনে বিচ্ছিন্নতা (separation) ও পরিবর্তনের (change) কথা বলে মূলত দ্বন্দ্বের উপস্থিতিকেই নির্দেশ করেছেন।

তিনি তাঁর মতের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় তাপ-শৈত্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিলেও কোন-পদ্ধতিতে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিংবা এদের মধ্যে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন এ মর্মে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে আমরা যদি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, তাপ ও শৈত্যের দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে সময়িক অবসান ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই সবকিছু পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে তাহলে তাঁর দর্শনের প্রতি অবিচার করা হবে বলে মনে হয় না।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, জেনো, হিরাক্লিটাস, পারমেনাইডিস সহ অনেক দার্শনিক তাঁদের দর্শন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দ্বান্দ্বিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। এরিস্টটলের দর্শনে অলঙ্কারশাস্ত্র (Rhetoric) গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এটাও এক ধরণের ডায়লগ। কেননা উভয় ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের তথা সংলাপে অংশগ্রহণকারী যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি প্রয়োজন হয় স্থানের। উভয়ের নির্ভর করতে হয় অবরোহ এবং আরোহের ওপর। তাছাড়া উভয় কোন বিশেষ বিজ্ঞানের নিয়মের ওপর নির্ভরশীল নয়। যদিও প্লেটো অলঙ্কারশাস্ত্রের এই পদ্ধতিকে সত্য আবিস্কারের পরিবর্তে প্রতারণার উপায় হিসাবে সোফিস্টদের ব্যবহারের সমালোচনা করেছেন। এরিস্টটলের ডায়ালেকটিক সম্পর্কে *The Oxford Dictionary of Philosophy*-তে বলা হয়েছে, "For Aristotle, dialectic is any rational inference based on probable premises". উল্লেখ্য, জার্মান দার্শনিক হেগেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে দার্শনিক পদ্ধতি হিসাবে তাঁর দর্শনে ব্যবহার করেন। হেগেল পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে এই পদ্ধতি ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় বস্তুবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কসের দর্শনে। তিনি এই পদ্ধতিকে হেগেলের ভাববাদ থেকে মুক্ত করে দার্শনিক আলোচনায় বস্তুবাদী ধারার অবতারণা করেন।

তথ্যসূত্র

১. মার্কস-এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে*, বাংলা অনুবাদ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮১।
২. হারুন রশীদ, *মার্কসীয় দর্শন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭।
৩. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩।
৪. ডক্টর আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শন আধুনিক ও সাম্প্রতিক কাল*, নওরোজ কিতাববিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৯।
৫. Dr. Abdul Matin, *An Outline of Philosophy*, Adhuna Prakashan, Dhaka.
৬. Weber, *A History of Philosophy*, trans. by Frank Thilly, Surfeit Publication, Delhi, Indian Reprint- 1997.
৭. Thilly, F.: *A History of Philosophy*, 3rd ed. Revised by L. Wood, New York, 1966.
৮. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*.
৯. Blackburn's *The Oxford Dictionary of Philosophy*, New ed., Oxford University Press, New Delhi.

"The last capitalist we hang shall be the one who sold us the rope."

- Karl Marx